ভিন্ন দৃষ্টিতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি'র পথ পরিক্রমা

সাজ্জাদ জহির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে দর্শক-শ্রোতা হিসেবে অর্থনীতি সমিতি'র সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭৬ সনে - টিএসসি অঙ্গনে এক সম্মেলনে। বি,আই,ডি,এস-এর গবেষক মহিউদ্দিন আলমগীর সেসময় সমিতি'র সভাপতি ছিলেন এবং 'বাংলাদেশ কোন পথে এগুচ্ছে' শীর্ষক সে সম্মেলনে অনেক গুণীজনের নিবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮১ সনে কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ-এর সাথে যৌথভাবে একটি নিবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ ঘটে। নব্বুইয়ের দশক জুড়ে সমিতি'র কর্মকান্ড অনেকের দৃষ্টি কাড়ে। বিশ্বায়ন ও অর্থনীতিক কর্মকান্ডের বিস্তৃতির ফলে দেশের অর্থনীতিক নীতি প্রনয়নে অর্থনীতি সমিতি'র ভূমিকা অনেক বেশী দৃশ্যমান হয়। এমনই এক সময়ে সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯৮-২০০০ সময়কালে আমি সমিতি'র কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ি। পরবর্তী একযুগ বাইরে থেকে সমিতি'র কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত হয়েছি - সেই সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভুত ভাবনা এ নিবন্ধে ব্যক্ত করলাম।

বাংলাদেশে অর্থনীতি চর্চ্চার ক্ষেত্রে বরাবর দুটো প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা রেখে এসেছে - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি আই ডি এস)। শুনেছি যে শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একটি কক্ষে পরিচালিত হতো সমিতি'র কার্যক্রম। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষকগণ ভূমিকা রেখেছেন যাদের শেকড় অনেকক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। সভাপতি'র দায়িত্ব সাধারণতঃ শিক্ষকদের মাঝে থাকলেও সাধারন সম্পাদকের দায়িত্বটি গবেষকদের ঘাড়ে পড়তো এবং বি আই ডি এস-এর আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতা সাংগঠনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে সম্পাদনে সহায়ক ছিল। অর্থনীতি'র অনেক কৃতি ছাত্র-ছাত্রী স্বাধীনতা-উত্তর কালে সরকারী প্রশাসনের গুরুদায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন, তাদের অনেকেই সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় ভূমিকা রাখেন।

লক্ষণীয় যে গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকের পথ-পরিক্রমায় গবেষকদের সক্রিয় ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং গবেষণাকে কেন্দ্র করে প্রফেশনাল একটি গ্রুপ সক্রিয় হয়ে একে ভিন্ন এক উচ্চতায় নিয়ে যান। তবে শুরু থেকেই সমিতি সাংগঠনিক ভাবে দ্বৈত-চরিত্র নিয়ে চলেছে - যা সম্ভবত শুরুতে দৃশ্যমান হয়নি। সদস্যপদ-লাভের রীতি ধর্তব্যে আনলে আমাদের অর্থনীতি সমিতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অর্থনীতি বিভাগের এ্যালুমনাই-সমূহের একত্রীভূত রুপের চাইতেও শিথিল, কারণ অনেকেই দেশের বাইরে অর্থনীতি পড়েছেন বা চর্চা করেন, এবং উচ্চশিক্ষায় অর্থনীতি'র ছিটে-ফোটা গন্ধ জোটাতে পারলেই আমরা অনেক ভিন্ন এ্যালুমনাই-এর ব্যাক্তিদের সদস্য করেছি। এ্যালুমনাই চরিত্রের বাইরে আসতে না পারার একটি অন্যতম কারণ সম্ভবত অর্থনীতির পেশা সুনির্দিষ্টভাব সংজ্ঞায়িত করে তা সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা নির্ণয়ে রুপান্তরিত করতে আমাদের ব্যর্থতা। এজাতীয় সংগঠনের পেশাজীবি স্বত্ত্ব রক্ষা করা সাধারণত প্রাথমিক সদস্যদের সদিচ্ছা ও লক্ষের একতার উপর নির্ভর করে। উল্লেখিত দুই চরিত্রের টানাপোড়ন আরো বৃদ্ধি পায় যখন সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতা ব্যাক্তি পর্যায় লাভ আনে এবং যখন একই পেশাজগতে শিক্ষা ও যোগ্যতার বিচিত্রতা বৃদ্ধি পায়। অপবাদ সইতে হবে জেনেও পথ-পরিক্রমা থেকে আগামী দিনের জন্য শিক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলবো।

আগেই বলেছি যে উঠতি অবস্থাতেই আমি দুবছরের জন্য দায়িত্ব নিয়েছিলাম । সেসময়ে কমিটিতে ও সমিতির কর্মকান্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ব্যাক্তিদের একটা বড় অংশ কলেজ শিক্ষকতা ও বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন । সরকারের উচ্চ-পর্যায়ে কয়েকজন ব্যাক্তি নিয়মিত বৈঠক ও অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন । ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসতেন, তাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন । বাকী দু-চারজন যারা পদবীবলে সমুখে ছিলেন, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বি আই ডি এস-এ কর্মরত ছিলেন । সেই স্বল্পকালে জমির বিবাদ মিটিয়ে আমরা সমিতির বর্তমানের স্থায়ী ভিটেতে দালানের কাজ শুরু করি, নিয়মিত কর্মচারী রেখে সদস্যপদের তালিকা কম্পিউটারাইজ করা হয়, সংবাদ মাধ্যমে অর্থনীতিক রিপোর্টিং-এর জন্য এবং তরুনদের মাঝে বিশেষ গবেষণাকর্মের জন্য আর্থিক পুরস্কারের আয়োজন, এবং অর্থনীতি চর্চ্চায় নিয়োজিত তরুণ (ত্রিশের কম বয়সী) দের দিয়ে নীতি-বিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভিক উপস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয় । এছাড়া বড়-ছোট অনুষ্ঠান আয়োজন তো লেগেই ছিল - নোবেল বিজয়ের পর অমর্ত্য সেন আমাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানেই প্রথম বক্তব্য রেখেছিলেন, এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করতে আমরাই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলাম ।

উল্লেখ্য যে, এসবই সম্ভব হয়েছিল সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় । কাজের বিকেন্দ্রীকরণের ধারা সমিতিতে বহুদিন ধরে চলে এসেছে । মোটাদাগে পেশাগত কার্যকলাপ পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে সভাপতি-সাধারন সম্পাদক পদস্থ কয়েকজনের উপর ন্যস্ত ছিল এবং কমিটি-উপকমিটির অন্যান্য সদস্য/সদস্যাদের উপর অনুষ্ঠান আয়োজনের ও সরবরাহের গুরু দায়িত্ব পরতো । এই ঐক্যে চির ধরতে দেখি যখন নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসে এবং কম্পিউটারে সংরক্ষিত সদস্য-তালিকা ব্যাক্তি পর্যায়ে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির অভিযানে বাঁধা হিসেবে দেখা দেয় । ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয়, দুটো ভিন্ন ধারার মাঝে সামঞ্জস্য রাখা যেমন জরুরী তেমনি পরিবর্তন আনতে হলে সে সম্পর্কে ভাঙ্গন এনে নতুন করে তা গড়া প্রয়োজন ।

সাধারনতঃ, সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদে যোগ্য ব্যাক্তিদের অনুরোধ করে আনতে হতো । অন্যান্য পদে প্রতিযোগীতার মাত্রা তীব্র থাকায় নির্বিচারে সদস্য-বৃদ্ধির প্রতিযোগীতাও তেমনি তীব্র ছিল । সে বিচারে, আর পাঁচটা পেশাজীবিদের সংস্থা থেকে আমরা ভিন্ন নই এবং স্বাভাবিক গতিতেই বর্ধিষ্ণু সমাজের অংশ হিসেবে এ সংগঠনের পেশাসুলভতা অনেক আগে থেকেই নিম্নগামী ছিল । কোন একদিন হয়তো তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবক্তব্য যাচাই করা হবে ।

একই সাথে অপর একটি বিষয় লক্ষণীয় - যারা অর্থনীতিক বিশ্লেষণ-কর্মের সাথে যুক্ত, তাদের সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান থেকেছে এবং কিছু সংখ্যক 'বিশিষ্ট' অর্থনীতিবিদদের সরিয়ে নিজেদের স্থান করার প্রয়াস কম-বেশী সবসময় ছিল । ঢাকার বাইরের শিক্ষকদের মাঝে এ ক্ষোভ থাকলেও বাস্তবতার কারণে প্রথম সারির দায়িত্ব নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । তবে খোদ ঢাকাতেই বিআই ডি এস-এর একচ্ছত্র আধিপত্য লোপ পায় এবং ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান-পর্যায়ে অনেকেই স্বচ্ছলতার উর্ধে যেয়ে এ দায়িত্ব নেয়ার সক্ষমতা অর্জন করেন । অসম প্রতিযোগীতার কারণে এবং নতুনদের স্থান করে দিতে পুরোনো নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণে এ শতাব্দীর শুরু থেকে সমিতির কার্য-পরিচালনার রীতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়, যার অনেক কিছুই কাঙ্ক্ষিত নয় । অর্থনীতির ছাত্র-শিক্ষক ভিলফ্রেডো প্যারেটো'র দক্ষতা (এফিসিয়েন্সী) তত্ত্বের সাথে পরিচিত । কিন্তু তাঁর অভিজাত শ্রেণীতে সঞ্চালন

(এলিট সার্কুলেশন) তত্ত্ব, যা মূলতঃ সমাজবিজ্ঞানে পড়ানো হয়, সে দৃষ্টিকোণ সমিতির অতীত ও বর্তমান অবস্থাকে বুঝতে অধিক সহায়ক হতে পারে।

সরলরেখা ধরে সম্ভবত কোনও সংগঠনই বিকশিত হয়না। বরং আমাদের হাঁটায় একবার বাঁয়ে একবার ডানে ঝুঁকবার চলটাই অধিক লক্ষণীয়। তবে দীর্ঘ বারো বছর নেতৃত্ব অপরিবর্তিত থাকার ইতিহাস বিরল - কেবল প্রশংশনীয় যে এ অঞ্চলের অন্য কিছু সমিতির মত তা স্থবির হয়নি। তবে এখুনি উদ্যোগ না নিলে সে আশংকা অমূলক নাও হতে পারে। সম্ভবত এই দীর্ঘ বারো বছরে সমিতি অধিক সম্পদের মালিক হয়েছে, এবং সমিতির উদ্যোগে ঢাকা স্কুল অব ইকনমিক্স স্থাপন করা হলেও আমার কাছে তার আইনানুগ মালিকানা স্বত্ত্ব সুস্পষ্ট নয়। এছাড়াও সদস্য সংখ্যায় সমিতি এখন অধিক স্ফীত। নিঃসন্দেহে এসব প্রতিষ্ঠানিক পুঁজিকে কেন্দ্র করে বর্তমান নেতৃত্ব একটি কর্পোরেট ব্যবসা চালনার লক্ষ্য নিয়ে 'সামাজিক ব্যবসা'য় লিপ্ত হতে পারেন। তবে তা সমিত'র সামগ্রিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন। সেইসাথে ভাববার জন্য আরো কিছু বিষয় নিতে উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

অন্যান্য পেশাজীবি সংগঠনের সাথে অর্থনীতি সমিতি'র একটি অমিল আছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা কৃষিবিদ-রা সমধর্মী কাজের সাথে যুক্ত, এবং সে কারণে তাদের কিছু পেশা-ভিত্তিক সাধারন দাবী-দাওয়া রয়েছে, যা তাদের ঐক্য চিহ্নিত করে। অর্থনীতি পাশ করে যে বিচিত্র জগতে নানাজন মিশে গেছেন, সেসব ক্ষেত্রে কিছু সাধারন দাবী-দাওয়ার পেছনে সকল সদস্যকে জড়ো করা সম্ভব নয়। সে কারণেই এর এ্যালুমনাই চরিত্রের উল্লেখ করেছি। তবে পেশা-কেন্দ্রিক দাবী-দাওয়া না থাকার কারণে অর্থনীতিক বিশ্লেষণ-ভিত্তিক নৈর্ব্যাক্তিক পেশাত্ববোধ প্রকাশের সুযোগ এখানে সর্বাধিক।

অর্থনীতিক বিশ্লেষণে পারদর্শী যে বিশাল তরুন-সমাজ গড়ে উঠেছে, তারা কোনও একক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আর নেই এবং তাদের অধিকাংশকেই, আমার জানামতে, সমিতির কর্মকান্ডে জড়িত করা সম্ভব হয়নি। এদেরকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে অর্থনীতিক নীতি পরামর্শে এই মঞ্চের প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পাবে। এই সাধারন উক্তি সবার জন্য প্রযোজ্য - বিশেষত, অনেক বিদেশী কনস্যাল্টিং ফার্ম এই তরুন মেধাকে নিয়োজিত রেখে সমাজ ও রাজনীতি'র মূলধারার বিতর্ক থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন রেখেছে। তাই এ্যালুমনাই-ভূমিকা থেকে বেড়িয়ে এসে তরুন মেধাবানদের সম্পৃক্ত করে সমিতি'র ইতিবাচক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

পরিশেষে, আমার মতে অর্থনীতিতে একক কোনও মতবাদের আধিপত্য নেই এবং ভিন্ন মতের অমিলকে যত বড় করে দেখানো হয় তার চাইতে সম্ভবত মিলই বেশী। আমরা যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগুচ্ছি, আজ বৃহত্তর ঐক্যের সর্বাত্বক চেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। আরো উল্লেখ্য যে, সমিতির জন্য সেবাধর্মী কাজ অনেকটা 'নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র মত। তাই, কোনও একসময় সকলকেই একাজ থেকে অবসর নিতে হবে। তবে সমিতি'র নব-নির্বাচিত নির্বাহী কমিটিকে অভিনন্দন করার সাথে সাথে অনুরোধ করবো যে যাবার আগে সুস্থ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরী করে যাওয়া সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

লেখক: গবেষণা পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি